আমার দেশ

তারিখ ... OCT-05 2006 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৬ ...

ভয়াবহ সেশনজটে ইবির ৯ হাজার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

এমদাদুল হক ইবি থেকে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে সেশনজট তীব্র আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগভেদে দুই থেকে সাড়ে তিন-বছরের সেশনজট বিরাজ করছে। ফলে পাঁচ বছরের শিক্ষাজীবন শেষ করতে লেগে যাচ্ছে আট বছরেরও বেশি সময়। তিন বছরের অভিশপ্ত সেসনজটের বোঝা মাথায় নিয়ে চরম হতাশায় ভুগছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ হাজার ছাত্রছাত্রী। নতুন বর্ষে পদার্পণের সুযোগ কবে হবে? চাকরি নামের 'সোনার হরিণ' পাওয়ার সুযোগও হাতছাড়া হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আর ভাগ্যে জুটছে একটাই খেতাব 'আদু ভাই'।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো ১৮টি বিভাগের মধ্যে ৯টি বিভাগেই এখন পাঁচটির জায়গায় সাতটি ব্যাচ রয়েছে। বিভাগগুলো হলো—বাংলা, আইন ও মুসলিম বিধান, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ফলিত পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান, ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, অর্থনীতি, ইংরেজি ও বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। এছাড়া আল-কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আল-হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, দাওয়াহ্ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা ও তথ্য পদ্ধতি ও ইসলামের ইতিহাস বিভাগে এক থেকে দেড় বছর সেশনজট রয়েছে। সেশনজট সবচেয়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। এ বিভাগে ৮টি ব্যাচ রয়েছে। বর্তমানে বিভাগে ৯ জন শিক্ষকের মধ্যে ৫ জনই শিক্ষাছুটি নিয়ে দেশের বাইরে রয়েছেন এবং ল্যাবরেটরিতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির তীব্র সঙ্কটের কারণেই বিভাগটির এ হাল হয়েছে বলে ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেছেন। এ বিভাগের ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষের প্রথম ব্যাচের ১২ জন ছাত্রছাত্রীকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি বিভাগের ল্যাবরেটরিতে এসে তাদের প্রজেক্টের কোর্স করতে হয়েছে। এ বিভাগের সেশনজট নিরসনের জন্য শিক্ষক নিয়োগ ও ল্যাব সুবিধা বৃদ্ধির দাবিতে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় গত মাসে ভিসির কাছে স্মারকলিপি, মৌন মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। ২০০০-০১ শিক্ষাবর্ষের ইংরেজি বিভাগের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা ১০ মাস আগে শেষ হলেও এখনো তাদের ফল প্রকাশ হয়নি। জানা যায়, কিছু শিক্ষক শিক্ষাছুটি নিয়ে দেশের বাইরে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। সেশনজট সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ হলো শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি ও একাডেমিক বহির্ভূত কাজে ব্যস্ত থাকা। ফলে এক বছরের কোর্স শেষ হতে সময় লেগে যায় দুই থেকে আড়াই বছর। পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন, বহিঃপরীক্ষণ ও অন্যান্য অফিসিয়াল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ফল প্রকাশ হতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সময় লাগে প্রায় একবছর। শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই আবার ঢাকা, রাজশাহীসহ অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। মাসের অধিকাংশ সময়ই তারা সেখানে থাকেন। ২/৩ দিনের জন্য ক্যাম্পাসে আসেন, বেতন তোলেন এবং ২/১টি ক্লাস নেন।